পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম ।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,
আস্‌সালামু আলাইকুম ।

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি. এর পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং পরিচালকমন্ডলীর ও নিরীক্ষকবৃন্দের প্রতিবেদনসহ ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৩ সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী উপস্থাপন করছি, যেখানে ব্যাংকের সাফল্য, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং বিশ্ব অর্থনীতির বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য বিষয়সহ বাংলাদেশের অর্থনীতির সাফল্যের বিভিন্ন দিক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।

২০২৩ সালের বিশ্ব অর্থনীতি

সামগ্রিকভাবে, ২০২৩ সালে বৈশ্বিক অর্থনীতি ১.৬% বৃদ্ধি পাবে, যা ভারত এবং অন্যান্য উদীয়মান অর্থনীতিতে শক্তিশালী প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধির পরে, চীনের দীর্ঘ সময়ের লকডাউন পুনরায় খোলার দ্বারা চালিত হয়েছে । ২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ৫.৩% বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে, গত তিন বছরে কোভিড-১৯ মহামারীর প্রভাব এবং ক্রমবর্ধমান প্রতিকূলতার কারণে

২০২৩ সালে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অত্যন্ত অনিশ্চিত রয়ে গেছে। ইউক্রেনে চলমান রাশিয়ার যুদ্ধের প্রভাবে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক এপ্রিল ২০২৩-এ, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমফ) আশা করেছে যে, বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২০২২ সালের ৩.৪ শতাংশ থেকে ২০২৩ সালে ২.৮ শতাংশে নেমে আসবে। বৈশ্বিক কভিড-১৯ এবং চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব মোকাবেলায় সরকার কৃষি উৎপাদনশীলতা সম্প্রসারণ অব্যাহত রেখে দেশের জনগণের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার সময়েও বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের শক্তিশালী ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে। একটি শক্তিশালী জনসংখ্যাগত লভ্যাংশ, শক্তিশালী তৈরি পোশাক (আরএমজি) রপ্তানি, স্থিতিস্থাপক রেমিট্যান্স প্রবাহ এবং স্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থা গত দুই দশক ধরে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সমর্থন করেছে। এই লাভ সত্ত্বেও, অসমতা গ্রামীণ এলাকায় কিছুটা সংকুচিত হয়েছে এবং শহরাঞ্চলে প্রশস্ত হয়েছে। বিচক্ষণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির দ্বারা সমর্থিত কোভিড-১৯ মহামারী থেকে দেশটি দ্রুত পুনরুদ্ধার করেছে যার আনুমানিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি FY২৩-এ ৬.০ শতাংশ। যাইহোক, অর্থনীতি ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির চাপ, শক্তির ঘাটতি, ভারসাম্যের ঘাটতি এবং রাজস্ব ঘাটতির সাথে যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। যদিও FY২৩-এ বাণিজ্য ঘাটতি সংকুচিত হয়েছিল, আর্থিক অ্যাকাউন্ট ঘাটতির সংকোচনের ফলে পেমেন্টের ব্যালেন্স (বিওপি) ঘাটতি এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস পেয়েছে।

চলমান আমদানি সংকোচন ব্যবস্থা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে ব্যাহত করার কারণে প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধি FY২৪-এ মন্থর হবে বলে আশা করা হচ্ছে। মাঝারি মেয়াদে প্রবৃদ্ধি আবার ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে, কারণ মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমে যায়, বাহ্যিক অবস্থার উন্নতি হয় এবং সংস্কার বাস্তবায়নে গতি আসে। মাঝারি মেয়াদে, অর্থপ্রবাহের পুনরুদ্ধার এবং রেমিট্যান্সের প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থপ্রবাহের ভারসাম্য উদ্বৃত্তে ফিরে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, উপসাগরীয় অঞ্চলে শ্রমিকদের জোরালো চাহিদার দ্বারা সমর্থিত। উন্নয়ন অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে আরএমজি সেক্টরের বাইরে রপ্তানি বহুমুখীকরণ; আর্থিক খাতের দুর্বলতাগুলি সমাধান করা; নগরায়ণকে আরও টেকসই করা এবং উন্নয়নের জন্য আরও অভ্যন্তরীণ রাজস্ব তৈরি করতে রাজস্ব সংস্কারসহ সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করা। অবকাঠামোগত ঘাটতি পূরণ করলে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশকে ভবিষ্যতের ধাক্কা সামলাতে স্থিতিস্থাপকতা তৈরি করতে সহায়তা করবে। সবুজায়নের দিকে অগ্রসর হওয়া পরবর্তী প্রজন্মের জন্য উন্নয়ন ফলাফলের স্থায়িত্বকে সমর্থন করবে।

২০২৩ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতি

২০২৩ সালটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। বছরজুড়ে নানা ঘটনা ঘটেছে, ভালো-মন্দ মিলিয়ে। ইতিবাচক ঘটনাগুলো আলোচিত হয়েছে, আবার নেতিবাচক ঘটনাগুলোও সমালোচিত হয়েছে। জাতীয় ইস্যুগুলো নিয়ে আলোচনা-বিতর্ক হয়েছে ব্যাপকভাবে। ২০২৩ সাল ছিল দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বছর। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে তুমুল বিতর্ক চলেছে। নির্বাচন ইস্যুতে অবরোধ-হরতালও হয়েছে। এর মধ্যেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। যেমন, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, ডলার সংকট, খেলাপি ঋণে রেকর্ড, মার্কিন ভিসানীতির চ্যালেঞ্জ, জ্বালানি তেলের মূল্য, ডেঙ্গুতে প্রাণহানি ইত্যাদি।

২০২৩ সালে বাংলাদেশের বাজারে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি চরম আকার ধারণ করেছে। বছরের শুরু থেকেই খাদ্যপণ্যের দাম বেড়েছে। সরকারের নানা পদক্ষেপেও দাম নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের কারসাজির কারণে বাজারে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। বছরজুড়েই বাজারে জিনিসপত্রের দাম চড়া ছিল। এই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় ব্যাপক অসুবিধা হয়েছে। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের মানুষদের জীবনযাত্রায় চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি বর্তমানে যেসব সমস্যার মুখে পড়েছে, এর মূলে রয়েছে মার্কিন ডলারের সংকট। নীতিনির্ধারকরা মনে করেছিলেন, ডলারের সংকট এবং এর দাম বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা সাময়িক। ডলার সংকট ও দর বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন, বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এর ফলে উচ্চ মূল্যস্ফীতি হচ্ছে। জিনিসপত্রের বাড়তি ব্যয় মেটাতে মানুষের কষ্ট হচ্ছে। সব মিলিয়ে এই পরিস্থিতি অর্থনীতিকে বিপদে ফেলছে।

নানা ধরনের ছাড় দেয়ার পরও খেলাপি ঋণের পরিমাণ কমাতে পারেনি কেন্দ্রীয় ব্যাংক; বরং দিন দিন তা বাড়ছে, তৈরি হচ্ছে রেকর্ড। করোনা মহামারির সময় থেকে ঋণ পরিশোধে নানা ছাড় ও সুবিধা দিয়ে আসছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এরপরও খেলাপি ঋণ বাড়ার অন্যতম কারণ হলো, ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা না নেয়া। এছাড়া ব্যাংকগুলোর শীর্ষ পর্যায়ে থাকা লোকজনের দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণেও ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ, অব্যবস্থাপনা, অনিয়ম-জালিয়াতি ও অর্থ আত্মসাতের ঘটনা বাড়ছে, যা কঠোরভাবে রোধ করা প্রয়োজন। চলতি বছরে দেশে সোনার দাম রেকর্ড করেছে। দফায় দফায় দাম বেড়েছে সোনার; সে তুলনায় কমেছে সামান্য। এ বছরই দেশে প্রথমবারের মতো সোনার দাম ভরিপ্রতি লাখ টাকা ছাড়িয়েছে। দাম বাড়ায় এ বছর নতুন নতুন রেকর্ড

হয়েছে, বছর শেষে দেশের ইতিহাসে সোনার এখন সর্বোচ্চ দাম। সর্বশেষ গত ২৪ ডিসেম্বর সোনার দাম বেড়ে ১ লাখ ১১ হাজার ৪১ টাকায় পৌঁছায়। চলতি বছর এখন পর্যন্ত দেশের বাজারে ২৯ বার সোনার দাম সমন্বয় করেছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি। এর মধ্যে দাম কমানো হয়েছে ১১ বার, বাড়ানো হয়েছে ১৮ বার।

চলতি বছর অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম কমেছে ১০ শতাংশ। দুই বছরের মধ্যে এবারই প্রথম নিম্নমুখী প্রবণতায় বছর শেষ করেছে জ্বালানি তেলের বাজার। ভূরাজনৈতিক সংকট, উত্তোলন হ্রাস ও মূল্যস্ফীতির লাগাম টানতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর কঠোর নীতির কারণে বছরজুড়ে জ্বালানি তেলের দাম ব্যাপক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে গেছে। এসব সংকট না থাকলে দাম আরো কমে যেত বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। তবে খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, ২০২৪ সালে জ্বালানি তেলের চাহিদা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে প্রত্যাশিত নিম্ন সুদহার ও ডলারের বিনিময়মূল্য কম থাকলে বিক্রি বাড়তে পারে। গত বছর ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম ব্যাপক বেড়েছিল।

এছাড়া ২০২৩ সালটি ছিল উন্নয়নের একটি উল্লেখযোগ্য বছর। আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে সরকার বেশ কিছু বড় প্রকল্পের উদ্বোধন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে: হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল, যা বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করবে। কর্ণফুলী নদীতে বঙ্গবন্ধু টানেল, যা দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজতর করবে। পদ্মাসেতুতে রেল সংযোগ, যা দেশের উত্তর-দক্ষিণ যোগাযোগকে আরও দ্রুত ও সহজতর করবে। আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রোরেল, যা ঢাকা শহরের যানজট কমাতে সাহায্য করবে। আখাউড়া-আগরতলা ডুয়েল গেজ রেললাইন, যা বাংলাদেশের সাথে ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করবে। ঢাকা-কক্সবাজার রেলপথ, যা বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করবে। এই প্রকল্পগুলোর উদ্বোধন বাংলাদেশের অর্থনীতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও, এগুলো জনগণের জীবনমান উন্নত করতে সহায়তা করবে।

২০২৩ সালে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত

আমানত

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যমতে, ২০২৩ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংক খাতে মোট আমানত বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬ লাখ ৫৪ হাজার কোটি টাকা। যা ২০২২ সালে ছিল ১৪ লাখ ৮৯ হাজার কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যে দেখা যায়, ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ব্যাংক খাতে আমানত প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে পৌঁছায় ১১ দশমিক ০৮ শতাংশে। এই হার গত ২৮ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর আগে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে করোনা মহামারির বৈশ্বিক লকডাউন ও সেকারণে হওয়া অর্থনৈতিক গতিমন্থরতার প্রভাবে আমানত প্রবৃদ্ধির হার ১১ দশমিক ২৬ শতাংশে পৌঁছেছিল।

খেলাপি ঋণ

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৪৫ হাজার ৬৩৩ কোটি টাকা, যা তাদের মোট ঋণের ৯ শতাংশ। ২০২২ সাল শেষে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ১ লাখ ২০ হাজার ৬৫৬ কোটি টাকা, যা মোট ঋণের ৮ দশমিক ১৬ শতাংশ। ২০২২ সালের তুলনায় গত বছর খেলাপি ঋণ বেড়েছে ২৪ হাজার ৯৭৭ কোটি টাকা বা ২০ দশমিক ৭০ শতাংশ।

ঋণ বিতরণ

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংক খাতে ঋণ ছিল ১৪ লাখ ৭৭ হাজার ৬৮৮ কোটি টাকা। আর ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ঋণ বেড়ে হয়েছে ১৬ লাখ ৭৭ হাজার ৭৮৮ কোটি টাকা।

বিদেশি ঋণ

বেসরকারি খাতে স্বল্পমেয়াদি বিদেশি ঋণ প্রবাহে বড় পতন প্রত্যক্ষ করেছে দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা। ২০২৩ সালে যা ১১.৪৫ বিলিয়ন ডলার কমেছে। এতে আর্থিক হিসাবের ঘাটতি বেড়ে যায়, এবং দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাসের গতিও বাড়ে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর শেষে বেসরকারি খাতে মোট বিদেশি ঋণ এসেছে ২৫.৮ বিলিয়ন ডলার। আগের বছরে যার পরিমাণ ছিল ৩৭.২৫ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ, কমেছে ৩১ শতাংশ। গত বছরে ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে ৩১ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ, ঋণপ্রাপ্তির চেয়ে পরিশোধের পরিমাণ ৫.৩ বিলিয়ন ডলার বেশি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, ২০২২ সালে পরিশোধের তুলনায় স্বল্পমেয়াদি ঋণপ্রাপ্তির উদ্বৃত্ত ছিল ৫২৫ মিলিয়ন ডলার।

প্রবাসী আয়

প্রবাসী আয়ে একটি ভালো সমাপ্তির মধ্য দিয়ে বিদায় নিলো ২০২৩। বছরের শেষ মাস ডিসেম্বরে এলো ১৯৮ কোটি ৯৮ লাখ ৭০ হাজার মার্কিন ডলার। পুরো বছরে প্রবাসী আয় এলো ২ হাজার ১৯১ কোটি ৫৭ লাখ ৬০ হাজার বা ২১ দশমিক ৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যে জানা গেছে, ২০২২ সালে রেমিট্যান্স আয় ছিল ২১ দশমিক ২৮ বিলিয়ন ডলার ও ২০২১ সালে তা ছিল ২১ দশমিক ৭৪ বিলিয়ন ডলার।

২০২৩ সালে ইসলামী ব্যাংকগুলোর অর্থনৈতিক চিত্র

ইসলামী ব্যাংকিং বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে ক্রমবিকাশমান ও ব্যাপক জনপ্রিয় একটি ব্যাংকিং ব্যবস্থা। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি ব্যাংক সুদের হিসাব-নিকাশ ছেড়ে আগাগোড়া ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থা চালু করেছে। এতে সামগ্রিকভাবে দেশে ইসলামি অর্থনীতি শক্তিশালী হচ্ছে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যমতে, অর্থনীতিতে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের অবদান বাড়ছে। সরকারও এ অর্থব্যবস্থায় সায় দিচ্ছে। এরই মধ্যে দেশে প্রথমবারের মতো শরিয়াহভিত্তিক সুকুক বন্ড চালু করেছে সরকার। এই বন্ডে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হচ্ছে ইসলামি ধারার ব্যাংকের পাশাপাশি কনভেনশনাল (প্রচলিত) ব্যাংকগুলোও। বর্তমানে, ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা মোট ব্যাংকিং খাতের আমানতের ২৫ শতাংশের বেশি এবং বিনিয়োগের ২৯ শতাংশের বেশি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা ৬১টি। এর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে ১০টি ব্যাংক। এছাড়া ১১টি প্রচলিত (কনভেনশনাল) ব্যাংকের ৪১টি শাখা এবং ১৪টি প্রচলিত ব্যাংকের ৫৩৫ টি ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো রয়েছে। এর বাইরে দেশের সব ব্যাংক ও শাখা প্রচলিত ধারার।

২০২৩ সালের ডিসেম্বর শেষে শরিয়া ভিত্তিক ব্যাংকিংয়ে আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকারও বেশী যা ব্যাংক খাতের মোট আমানতের ২৭ শতাংশের বেশী।

একইভাবে ইসলামী ব্যাংকিংয়ে বিনিয়োগের পরিমাণও বেড়েছে। ২০২৩ সালে শরী'য়া ভিত্তিক ব্যাংকিংয়ের বিনিয়োগের স্থিতিশীলতা ৩ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকা বেশী যা ব্যাংক খাতের মোট বিনিয়োগের ২৯ শতাংশের বেশী।

রেমিট্যান্স আহরণেও শরিয়াভিত্তিক ব্যাংকগুলো বড় ভূমিকা রাখছে। ২০২৩ এ এই ধারার ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ৫২ শতাংশ রেমিট্যান্স এসেছে। কৃষি বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও ভালো ভূমিকা রাখছে এ খাতের ব্যাংকগুলো।

২০২৪ সালের বিশ্ব অর্থনীতি

গত কয়েক বছরের ন্যায় ২০২৩ সালেও বিশ্বে অনেক কিছুই ঘটে গেছে। যেমন কোভিড থেকে শুরু করে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, চীন-মার্কিন বাণিজ্যযুদ্ধ। এসব কারণে টানা কয়েক বছর ধরে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে একধরনের ধীরগতি দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে বিদায়ী ২০২৩ সালে উন্নত দেশগুলোতে মন্দার পূর্বাভাস ছিল, যদিও শেষমেশ তা হয়নি। তবে অনেক বিশ্লেষক এখন আশা করছেন, ২০২৪ সালে বিশ্ব অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করবে। এদিকে গত কয়েক বছরের প্রেক্ষাপটে বিশ্ব অর্থনীতি কোথায় দাঁড়িয়ে আছে এবং ২০২৪ সালেই-বা কী হতে পারে, তা নিয়ে খাতভিত্তিক বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ সাময়িকী দ্য ইকোনমিস্ট।

২০২৪ সালেও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা থাকবে। কয়েক বছর ধরে মার্কিন-চীন বাণিজ্যযুদ্ধের উত্তেজনা চলছে; রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধও থামছে না। এ রকম পরিস্থিতিতে বিদায়ী ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর শুরু হয় ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ। এই 'তিন যুদ্ধ'-এর প্রভাব পড়েছে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে। এর মধ্যেও মূল্যস্ফীতির হার কমবে ও সরবরাহ ব্যবস্থায় বিরাজমান সংকট কমবে, এমন আশাবাদ তৈরি হয়েছে। তবে ধনী দেশগুলোর অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির গতি কমবে। আবার উন্নয়নশীল দেশগুলো ভালো করবে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ চলছে এবং সেই সঙ্গে যেভাবে মার্কিন-চীন সম্পর্কের অবনতি হচ্ছে, এই বাস্তবতায় ন্যাটোর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সদস্যদেশের প্রতিরক্ষা বাজেট জিডিপির ২ শতাংশ ছাড়াবে, এটা অবশ্য ন্যাটোর দীর্ঘদিনের লক্ষ্যমাত্রা। ব্রিটেন ও পোল্যান্ড লক্ষ্যমাত্রার মধ্যেই থাকবে, যদিও ফ্রান্স কিছুটা পিছিয়ে থাকবে। নতুন সদস্য সুইডেনও লক্ষ্যমাত্রার পেছনে থাকবে। অন্যদিকে চীনভীতির কারণে এশিয়ার দেশগুলোর প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়বে।

২০২৪ সালে বিশ্বে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার বাড়বে ১১ শতাংশ; তা সত্ত্বেও এ বছর বৈশ্বিক জ্বালানি চাহিদার ৮০ শতাংশ মেটাবে জীবাশ্ম জ্বালানি। অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের গতি কম হলেও এবার বৈশ্বিক তেলের চাহিদা বাড়বে ১ শতাংশ। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবে তেল উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে তেলের ব্যারেল প্রতি দাম ৮৫ ডলারের নিচে থাকবে। বিনিয়োগকারীরা সন্দিহান হলেও কয়লা ও গ্যাসের ব্যবহার বাড়বে। আবার অনেক দেশেই কয়লা ও গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাবে, যেমন ব্রিটেন ও ইতালি।

বিদায়ী ২০২৩ সালে বৈশ্বিক মিডিয়া ও বিনোদন খাতে একধরনের ধীরগতি থাকলেও ২০২৪ সালে তা ঘুরে দাঁড়াবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। বছরের শেষ ভাগে আছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এ উপলক্ষে প্রার্থীরা বিপুল পরিমাণ অর্থ বিজ্ঞাপনে ব্যয় করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ছাড়া প্যারিস অলিম্পিক ও ইউরো ২০২৪-এর মতো বৃহৎ আসরের কারণে বিজ্ঞাপনের পালে হাওয়া লাগবে। এই ব্যয়ের প্রায় অর্ধেক ডিজিটাল খাতে হবে বলে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের শোরুমে ও ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের জন্য বিজ্ঞাপন তৈরি করছে। মূলত গ্রাহকদের খরচে আগ্রহী করতেই তারা এমন কৌশল হাতে নিচ্ছে।

বিশ্বে মূল্যস্ফীতির হার অনেকটাই কমে এসেছে। মনে করা হচ্ছে, আগামী বছর তা আরও কমবে। তারপরও ভোক্তারা ব্যয় করতে অতটা আগ্রহী হবেন না। ক্রেডিট কার্ড খেলাপ ও পারিবারিক সঞ্চয় কমে যাওয়ার কারণে ভোক্তারা শিগ্রই উচ্চ মূল্যস্ফীতির প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসবেন না বলে ধারণা করছে দ্য ইকোনমিস্ট। সে জন্য তাদের পূর্বাভাস, ২০২৪ সালে বৈশ্বিক খুচরা বিক্রিতে ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে। তবে অনলাইনে খুচরা বিক্রয়ে প্রবৃদ্ধি হবে ১০ শতাংশ; যা ২০১৯ সালের তুলনায় ৭২ শতাংশ বেশি।

চলতি বছর পর্যটনশিল্পে ব্যাপকভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা থাকলেও খাতটিতে তেমন একটা আশার আলো দেখা যাচ্ছে না। নতুন বছরেও আবহাওয়ায় নিনো চক্র থাকবে। ফলে গরমের কারণে অনেক পরিবার ভ্রমণে উৎসাহিত হবে না। যুক্তি হলো, গরমে শিশুদের নিয়ে ভ্রমণ করা স্বাস্থ্যকর নয়। তবে এ বছর বৈশ্বিক পর্যটন খাত ২০১৯ সালের পর্যায়ে ফিরে যাবে এবং আন্তর্জাতিক পর্যটকের সংখ্যা ১ দশমিক ৮ বিলিয়ন বা ১৮০ কোটিতে পৌঁছাবে। ফলে হোটেল ও রেস্তোরাঁ খাতে ব্যয় ২০২০ সালের তুলনায় ৪৪ শতাংশ বাড়বে। আন্তর্জাতিক পর্যটন ব্যয় এ বছর রেকর্ড ১ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন বা ১ লাখ ৫০ হাজার কোটি ডলারে উন্নীত হবে।

২০২৪ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতি

বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, ২০২৪ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত দেশের অর্থনীতি চাপের মধ্যে থাকবে। দেশের অর্থনীতিবিদরা বলছেন, বছরের শুরুতে নির্বাচনের ওপর আগামী বছরের অর্থনীতি অনেকখানি নির্ভর করে। নির্বাচনের পর দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথ সুগম হবে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। যদি নির্বাচনের পর রাজনৈতিক সংকট প্রলম্বিত হয়, তাহলে অর্থনীতির ওপর চাপ বাড়বে। রাজনৈতিক সংকট যদি দেশের অভ্যন্তরে আবদ্ধ থাকে, তাহলে চাপের প্রভাব কিছুটা কম হবে।

বাংলাদেশ খাদ্য এবং কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ; এটিই বাংলাদেশের টিকে থাকার সবচেয়ে বড় শক্তি। তবে জ্বালানি খাতে বাংলাদেশের কিছু ভুল নীতি আগামী বছর ভোগাতে পারে বলে শঙ্কা। এদিকে ডলার সংকটের কথা উল্লেখ করে বিশ্বব্যাংক জানিয়েছে, বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর বড় একটি চাপ ব্যালেন্স অব পেমেন্টের মারাত্মক ঘাটতি। মূলত আমদানি পণ্যের দাম পরিশোধ, ঋণ পরিশোধসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে যে অর্থ খরচ হয় এবং এর বিপরীতে রপ্তানি আয়, অনুদান, ঋণ ও রেমিট্যান্স হিসেবে যে পরিমাণ অর্থ আয় হয় তার পার্থক্যের পরিমাণ বাংলাদেশকে ২০২৪ সালে ভোগাতে পারে বলে আশঙ্কা করছে বিশ্বব্যাংক। তবে সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে মুদ্রার একক বিনিময় হার হুন্ডি ও অর্থ পাচার কমিয়ে আনতে পারে। অতি শিগ্রই বাংলাদেশ ব্যাংক এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হলে ২০২৪ সালে রিজার্ভের ওপর চাপ অনেকটা কমে আসবে বলে আশা করা যায়।

নিম্ন রাজস্ব আয় নিয়েই নতুন বছরে ঢুকেছে বাংলাদেশ। তবে নতুন বছরে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি থাকবে ব্যাংক খাত নিয়ে। সব মিলিয়ে নতুন বছর আসলে কেমন হবে, তা সঠিকভাবে প্রাক্কলন করা বেশ কঠিন। তবে শেষ পর্যন্ত রপ্তানি আয়, প্রবাসী আয় এবং কৃষি উৎপাদন ভালো হলে দুশ্চিন্তা অনেকটাই কমবে। সাধারণ মানুষই বাংলাদেশের মূল শক্তি। তারা এ দেশকে ফল, মাছ, দুধ, সবজি উৎপাদনে চ্যাম্পিয়ন করে রেখেছেন। শেষ পর্যন্ত তাদের শক্তিতেই ২০২৪ সালের মন্দা ও মঙ্গা বাংলাদেশকে কবজা করতে পারবে না।

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি. এর কর্মক্ষমতার সাধারণ পর্যালোচনা

একটি দেশের অর্থনীতির মৌলিক স্তম্ভগুলির মধ্যে একটি হল ব্যাংকিং খাত এবং এফএসআইবি এই সেক্টরে ইসলামী শরী'য়াহ ভিত্তিক ব্যাংকগুলির মধ্যে একটি হওয়ায়, আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে অগ্রণী সৈনিকের মতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর রহমতে এবং আমাদের মূল্যবান গ্রাহকদের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতায়, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি. ২০২৩ সালেও তার অগ্রগতি অব্যাহত রেখেছে।

বাংলাদেশের জনগণকে আধুনিক প্রযুক্তি এবং ইসলামী শরী'য়াহ ভিত্তিক ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করতে, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি. সারাদেশে ২০৫টি পূর্ণাঙ্গ শাখা, ১৭২টি উপ-শাখা, ১০৫টি এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট এবং ২৫০টি নিজস্ব এটিএম এবং সিআরএম নেটওয়ার্ক নিয়ে কাজ করছে।

২০২৩ সালে, ৪৫,৫১৯.৫০ কোটি টাকা আমানত নিয়ে এফএসআইবি তৃতীয় শীর্ষে ছিল। এফএসআইবি আমানত সংগ্রহের ক্ষেত্রে অসাধারণ অগ্রগতি চিহ্নিত করেছে এবং পিসিবি-র মধ্যে তার অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ৭৪২.৬৯ কোটি টাকার মুনাফা অর্জনের সাথে ৫৬,৮৩১.৩৯ কোটি টাকার মোট বিনিয়োগ করেছে। উপরের পরিবর্তিত পরিবেশের অধীনে, আমরা একটি টেকসই উন্নয়ন অর্জনের জন্য আমাদের ব্যবসাকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। ২০২৩ সালে, ব্যাংকের পরিচালন মুনাফা ৭৪২.৬৯ কোটি টাকা।

বিশ্বব্যাপী মহামারী এবং পরবর্তী ইউক্রেন-রাশিয়া, ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাতের কারণে অর্থনৈতিক অবস্থা বৈশ্বিক বাণিজ্য ও ব্যবসার জন্য অনুকূল ছিল না। বাংলাদেশের অনেক কোম্পানিও বিরূপ প্রভাবে পড়েছে। এলসি খোলার উপর বিধিনিষেধের কারণে, অনেক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তাদের অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেনি, যার ফলে দেশের নন-পারফর্মিং বিনিয়োগ বেড়েছে। একই শিল্পে থাকায় এফএসআইবিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এনপিএলকে একটি গ্রহণযোগ্য স্তরে হ্রাস করার জন্য ব্যাংক ক্রমাগত কাজ করছে। এগুলি ছাড়াও, একীভূত ভিত্তিতে ২০২৩ সালে তহবিলের ব্যয় ৮.৪৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, ব্যাংকটি চলতি বছরে শেয়ার প্রতি ২.৮৫ টাকা আয় করেছে এবং তা দেশের উভয় এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত রয়েছে। ব্যাংকের লিকুইডিটি কভারেজ রেশিও (এলসিআর) এবং নেট স্টেবল ফান্ডিং রেশিও (এনএসএফআর) এর মতো লিকুইডিটি প্যারামিটারগুলি নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তার উপরে ছিল। ব্যাংকের ক্রেডিট রেটিং দীর্ঘমেয়াদী এ+, ইসিআরএল-০২-এ দাঁড়িয়েছে। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি. ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিল সংগ্রহের জন্য ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক নির্বাচিত ৩৪টি ব্যাংকের মধ্যে সর্বোচ্চ বিল সংগ্রহের জন্য ১ম স্থান অর্জন করেছে। এটি ঢাকা ওয়াসার বিল সংগ্রহের জন্য টানা ৫ম বারের মতো প্রথম অবস্থানে রয়েছে।

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি. বৃহৎ করদাতা ইউনিট এ ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য ব্যাংকিং খাতে সর্বোচ্চ করদাতাদের একজন হওয়ার জন্য পুরস্কৃত হয়েছে। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি. এর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের মধ্যে 'এক্সিলেন্স ইন ডেবিট কার্ড' বিভাগের জন্য মর্যাদাপূর্ণ ভিসা পেমেন্ট এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০২৩' অর্জন করেছে।

লভ্যাংশ

নিয়ন্ত্রক সংস্থার চাহিদা পরিপালন করতে ব্যাংক প্রতি বছর তার আয় এবং তারল্য অবস্থার উপর ভিত্তি করে নগদ লভ্যাংশ এবং বোনাস শেয়ার প্রদান করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তিসহ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের অনুমোদনসাপেক্ষে ২০২৩ সালের জন্য ৫% নগদ লভ্যাংশ এবং ৫% স্টক ডিভিডেন্ড (বোনাস শেয়ার) ঘোষণা করে।

প্রতি শেয়ারে অর্জন

২০২৩ সালে প্রতি শেয়ারে আয় ছিলো ২.৮৫ টাকা। যেহেতু বৈশ্বিক যুদ্ধ, ডলার সমস্যা, ব্যাংকে এলসি খোলার সিমাবদ্ধতা, উচ্চ মূদ্রাস্ফীতি ইত্যাদী নানারকম জটিলতা অতিক্রম করতে হয়েছিল, তারপরও বিগত ২০২২ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে প্রতি শেয়ারে অর্জন বেশী হয়েছে।

পরিশোধিত মূলধন

ব্যাংকের মূলধন ভিত্তি শক্তিশালী করতে, ব্যবসা উন্নয়নে অবদান রাখতে নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রয়োজন বজায় রাখতে স্টক ডিভিডেন্ড প্রদানের ঘোষণা দ্বারা পরিশোধিত মূলধন ১০% বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারপর ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন দাড়ায় ১১,৫০৬.০৯ মিলিয়ন টাকা। বর্ধিত মূলধন মুনাফা অর্জন করতে লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করা হয়েছিল।

নিয়ন্ত্রক মূলধন

ব্যাংকের দীর্ঘ মেয়াদী স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করতে এবং শেয়ারহোল্ডারগণের মূল্য সর্বাধিক করতে পারে এমন টেকসই ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করার জন্য একটি শক্তিশালী মূলধন ভিত্তি বজার রাখা হয়। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশলের অংশ হিসেবে এফএসআইবি এর নীতি হল একটি শক্তিশালী মূলধন থেকে ঝুঁকিভারযুক্ত সম্পদের অনুপাত বজায় রাখা যাতে কোনো সম্ভাব্য ঝুঁকি থেকে উদ্ভূত যে কোনো অপ্রত্যাশিত ধাক্কা মোকাবেলা করার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকে।

৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ ভিত্তিক ব্যাংকের মোট নিয়ন্ত্রক মূলধন দাড়ায় ৪০,৮৯৬.৪৪ মিলিয়ন টাকা, যা ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ ভিত্তিক ছিল ৩৮,৭০৫.৪৭ মিলিয়ন টাকা।

সংবিধিবদ্ধ রিজার্ভ

ব্যাংকের বিনিয়োগ বৃদ্ধির সাথে সম্ভাব্য নন পারফর্মিং বিনিয়োগের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য সংবিধিবদ্ধ রিজার্ভও বৃদ্ধি করা হয়। বিভিন্ন কারণে বিনিয়োগ ধারকদের ২০২৩ সালে ব্যবসায় মন্থরতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ফলস্বরূপ তারা ব্যাংক থেকে নেওয়া বিনিয়োগসমূহ পরিশোধ করতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল। ফলস্বরূপ, ব্যাংককে তার সংবিধিবদ্ধ রিজার্ভ ২০২২ সালের ৭,৫৫০.১৪ মিলিয়ন টাকা থেকে ২০২৩ সালে ৮,৭৪৩.৭৬ মিলিয়ন টাকায় উন্নিত করা প্রয়োজন হয়েছিল। গত পাঁচ বছরের সংবিধিবদ্ধ রিজার্ভ নিম্নে দেখানো হলোঃ

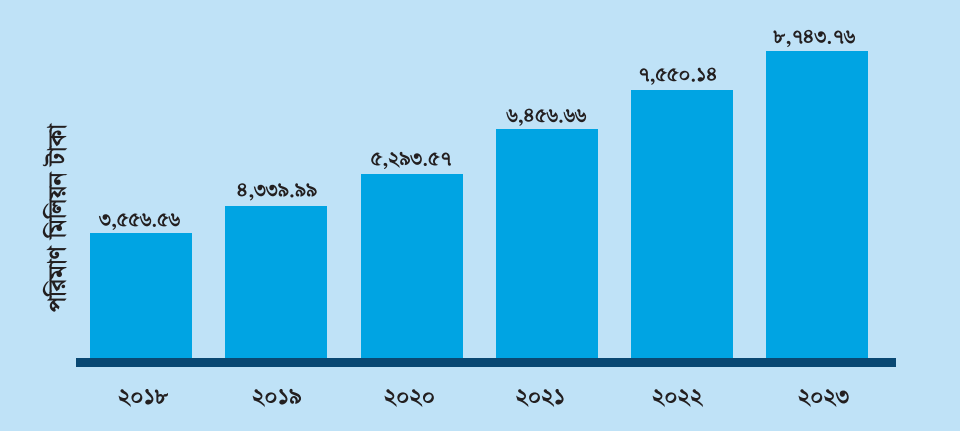

সম্পদ এবং দায়

৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ ভিত্তিক ব্যাংকের সমুদয় সম্পদ ছিল ৬৬০,১১০.৬৪ মিলিয়ন টাকা, যা ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ ভিত্তিক ছিল ৬১৬,৪৫৩.৫৮ মিলিয়ন টাকা। ২০২৩ সালে সমুদয় সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৭.০৮%।

অন্যদিকে, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ ভিত্তিক ব্যাংকের দায় ছিল ৬৩৪,৭২৮.৪৬ মিলিয়ন টাকা, যা ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ ভিত্তিক ছিল ৫৯৩,৭৯২.৭১ মিলিয়ন টাকা।

আমানত এবং বিনিয়োগ

এফএসআইবি এর আমানত বৃদ্ধি ইতিবাচক ছিল যদিও ২০২৩ সালে ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রির সমুদয় আমানত হ্রাস পেয়েছিল। আমানত হচ্ছে ব্যাংকের জীবনীশক্তির উৎস, যা ২০২৩ সালে ছিল ৪৫৫,১৫১.১৭ মিলিয়ন টাকা কিন্তু ২০২২ সালে যা ছিল ৪৭৩,০২৫.০৩ মিলিয়ন টাকা। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ ভিত্তিক ব্যাংকের সমুদয় বিনিয়োগ দাঁড়ায় ৫৬৯,৩২৪.১৪ মিলিয়ন টাকা। ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ ভিত্তিক ব্যাংকের সমুদয় বিনিয়োগ দাঁড়ায় ৫২৩,৯৪৪.৩৯ মিলিয়ন টাকা।

মানব সম্পদ

মানব সম্পদ হল কোম্পানির মধ্যে মানুষের বৈশিষ্ট, সম্মিলিত বিচারবুদ্ধি ও বোধ শক্তি, সক্ষমতা এবং অভিজ্ঞতা যা সংগঠনকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে। মানব সম্পদ হল কোম্পানীর সম্পদ এবং কর্মচারীগণের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর প্রধান নিয়ামক এবং যা আর্থিক কার্যসম্পাদন উন্নয়নে একটি প্রতিযোগীতামূলক প্রান্ত ধরে রাখে।

আমাদের মানব সম্পদ জ্ঞান, সক্ষমতা, বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষার মিশ্রণ। বর্তমানে আমাদের ৫৩২৪ জন কর্মকর্তা আছে এবং আমরা গত বছর আমাদের কর্মকর্তাদের ২৪৫৯ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করেছি।

শাখা, উপ-শাখা, এজেন্ট আউটলেট

নির্ভরযোগ্য উন্নয়ন অর্জন করতে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ভীষণ চাহিদা প্রয়োজন। সেই জন্য আমরা ব্যাংক ব্যবহার করেনা এমন লোকদের ব্যাংকিং কার্যক্রমের আওতায় আনতে গ্রাম ও শহর উভয় এলাকায় আমাদের শাখা, উপ-শাখা, এজেন্ট আউটলেট এবং কালেকশান বুথ খুলেছি। আমাদের শাখা, উপ-শাখা এবং এজেন্ট আউটলেটের চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

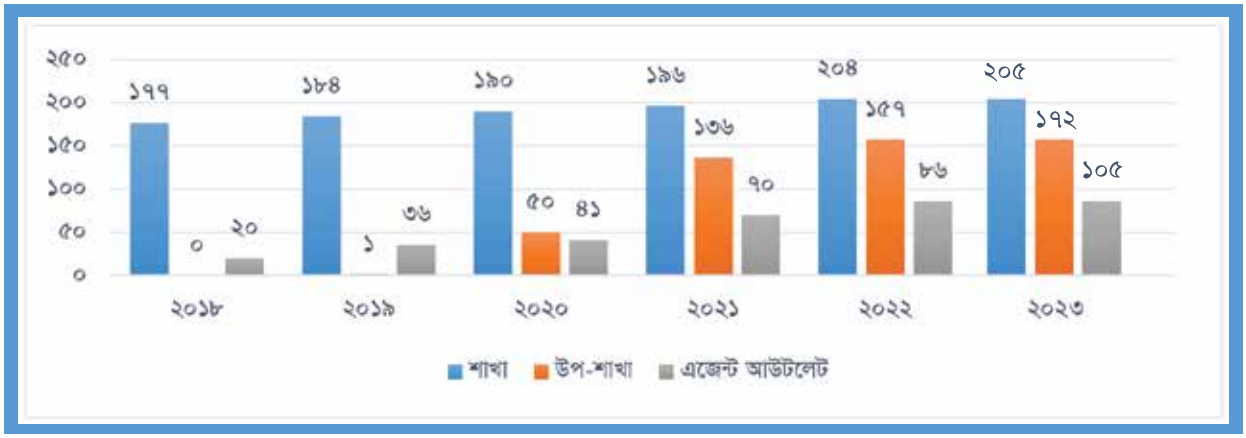

বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যবসা

আমদানি বাণিজ্য

২০২৩ সালে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের আমদানি বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ২,৭২৮.৪৪ কোটি টাকা। আমদানি বাণিজ্যের প্রধান খাতগুলি ছিল চিনি, ভোজ্য তেল, মূলধনী যন্ত্রপাতি, তুলা, ফ্রেব্রিক্স ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি।

রপ্তানী বাণিজ্য

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক ২০২৩ সালে রপ্তানী বাণিজ্যে সর্বমোট ২,৮৫৫.৪২ কোটি টাকার রপ্তানী দলিল সফলতার সাথে নিস্পত্তি করে। রপ্তানী বাণিজ্যের প্রধান খাতগুলি ছিল তৈরি পোশাক, নীটওয়্যার, প্রক্রিয়াজাত চামড়ার পণ্য সামগ্রী, কৃষিপণ্য, ইত্যাদি।

ফরেন রেমিটেন্স

২০২৩ সালে ব্যাংক ফরেন রেমিটেন্স আহরণ করে ২,৬০৯.৯১ কোটি টাকা। ফরেন রেমিটেন্স আহরণে আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক্সচেঞ্জ হাউস যেমন: মানিগ্রাম, এক্সপ্রেসমানি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, প্লাসিড এনকে কর্পোরেশন, ট্রান্সফাস্ট,আফতাব কারেন্সী এক্সচেঞ্জ

ইউকে, ব্রাক সজন এক্সচেঞ্জ লিঃ, ইউকে, আল-মুজাইনী এক্সচেঞ্জ কোং কেএসসিসি, কুয়েত , জেঞ্জ এক্সচেঞ্জ ডাব্লিউএলএল বাহারাইন, রিয়া (কন্টিনেন্টাল এক্সচেঞ্জ সল্যুসান আইএনসি.) , আইএমই রেমিট, ওয়ালষ্ট্রীট ফাইন্যান্স এলএলসি, এনওয়াই, অগ্রনী রেমিটেন্স হাউস, ইন্সট্যান্ট ক্যাশ, মারচেন্ট ট্রেড এশিয়া, এনবিএল মানি ট্রান্সফার, শিপ্ট ফাইনানসিয়াল সার্ভিসেস, স্মল ওর্য়াল্ড ফাইনানসিয়াল সার্ভিসেস, রেমিট চয়েস লি:, জিসিসি এক্সচেঞ্জ ইউ,কে লি:, মাষ্টারকার্ডট্রান্সজেকশন সার্ভিসেস (ইউ এস) এলএলসি, প্রভুমানি ট্রান্সফার-এর সাথে রেমিটেন্স ব্যবসা পরিচালনা করে অত্র ব্যাংক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। এছাড়াও ইতালিতে অবস্থিত অত্র ব্যাংকের নিজস্ব এক্সচেঞ্জ হাউসের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রেমিটেন্স দেশে এসেছে।

করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং

করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকসমূহ হচ্ছে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের সহযোগী। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি. ইতোমধ্যে বৈদেশিক বিনিময় বাণিজ্যে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। বিশ্বব্যাপী খ্যাতিসম্পন্ন ২২২ টি ব্যাংকের ২,৬০০ এর অধিক শাখার সাথে অত্র ব্যাংক প্রতিসঙ্গী/করেসপন্ডেন্ট সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

অফশোর ব্যাংকিং ব্যবসা

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি. ৫ই আগস্ট, ২০২০ তারিখে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট (OBU) চালুর মাধ্যমে অফশোর ব্যাংকিং ব্যবসার কার্যক্রম শুরু করেছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি পত্র নং-বিআরপিডি(ওবি)/৭৪৪(১২৬)/২০২০-৪৭৩৫ এবং ৪৭৩৭ তাং-০৬ জুলাই ২০২০ অনুযায়ী সকল নিয়ম ও নির্দেশিকা পরিপালন করে অফশোর ব্যাংকিং বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনা করে থাকে।

অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট (OBU) বিদেশ হতে আমদানীর বিপরীতে স্বীকৃত ইউজ্যান্স/বিলম্বিত আমদানী বিল এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত পণ্যের প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানীর বিপরীতে ইউজ্যান্স/বিলম্বিত রপ্তানী বিল ডিসকাউন্ট/ক্রয় করে থাকে। ২০২৩ সালে ইউজ্যান্স/বিলম্বিত আমদানি এবং রপ্তানী বিলের বিপরীতে বিনিয়োগের মাধ্যমে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট হতে ব্যাংক ৩৭৩,৯৪৭.৮৩ মাঃ ডলার মুনাফা অর্জন করে, বাংলাদেশী টাকায় যাহার পরিমাণ ৪,১০,৪০,৭৭৪.৩৪ টাকা।

সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান

ব্যাংকের দুইটি সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেমন- (১) First Security Islami Capital & Investment Ltd. এবং (২) First Security Islami Exchange Italy, SRL। ব্যাংক First Security Islami Capital & Investment Ltd. এর ৫১ শতাংশ শেয়ারের মালিক এবং First Security Islami Exchange Italy, SRL এর ১০০ শতাংশ শেয়ারের মালিক।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

ব্যবসায় ঝুঁকি অনিবার্য। কিন্তু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাংক সর্বদা এর ঝুঁকি সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার চেষ্টা অব্যাহত রাখে। এর জন্য, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নির্দেশিকা অনুসরণপূর্বক আমরা কতিপয় নীতিমালা প্রণয়ন করেছি। এসব নীতিমালা যথাযথভাবে প্রয়োগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা সুচারুভাবে পরিপালন হচ্ছে কিনা তা পরিচালনা পর্ষদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি সর্বদা পর্যবেক্ষণ করে।

কর্পোরেট গভর্নেন্স কোডের পরিপালন

ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনায় কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যে কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব। কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড শুধু কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য নয় বরং সামগ্রিক অর্থনীতিতেও এটি সমভাবে কার্যকর ও প্রয়োজনীয়। ব্যাংকিং খাতে নিবিড় সুশাসন ব্যবস্থা কার্যকর করা আর্থিক বাজারের পূর্বশর্ত।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড একচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক ০৩ জুন ২০১৮ তারিখে জারীকৃত নোটিফিকেশন নং-বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০ এর মাধ্যমে প্রকাশিত কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড এর শর্তসমূহের পরিপালন ও এতদ্সংশ্লিষ্ট দৃষ্টিগোচরকরণসমূহ (Disclosures) এবং প্রাক্টিসিং চার্টার্ড সেক্রেটারী ফার্ম কর্তৃক প্রদত্ত কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড এর শর্তসমূহের পরিপালনের সনদ রিপোর্ট অন কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড অংশে সংযোজিত হয়েছে।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

বিগত বছরগুলোর ন্যায় ২০২৩ সালেও ব্যাংকের সফলতা অব্যাহত রাখাতে সমর্থ করার জন্য মহান আল্লাহ্ (সুব্হান-ওয়া-তালা) এর নিকট পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সার্বিক সহযোগীতার জন্য সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার, গ্রাহক, বিনিয়োগকারী, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা ও চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জদ্বয়, অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা এবং শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট থাকা এবং সেবার মান বজায় রাখার জন্য ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং সর্বস্তরের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ব্যাংকের সার্বিক উন্নয়নে আমাদের সক্ষমতার সর্বোত্তম ব্যবহারে মহান আল্লাহ্ সহায়তা দান করুন।

আল্লাহ হাফেজ,

মোহাম্মদ সাইফুল আলম
চেয়ারম্যান